আলমডাঙ্গায় বাড়ির গর্তে গাঁজা চাষ দুই ভাই গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় সদ্য নির্মিত বসত বাড়ির পাশের গর্তে গাঁজা চাষের অভিযোগে আপন ২ ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার গোপিবল্লভপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে লালন (৩৮) ও খোকন আলি (৩২) । আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে তাদের বিচারিক আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মাঠপাড়ায় সদ্য নির্মিত বাড়ির পাশের গর্তে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ ওঠে। ওই এলাকার বসতবাড়িতে পুলিশ গাঁজা গাছ উদ্ধারের অভিযান চালাই। অভিযানের সময় দেখা যায়, লালনের সদ্য নির্মিত বাড়িতে ১টি গাঁজা গাছ রয়েছে। গাছের উচ্চতা প্রায় ১০ ফিট ও ১০ কেজি ওজনের গাঁজা গাছ জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে দুই ভাইকে আসামি করে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, ওই বাড়ি থেকে ১০ কেজি ওজনের ১টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের চুয়াডাঙ্গা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ৩ আগষ্ট সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুদেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে এ বৈঠক চলে।

এতে বিজিবি পক্ষে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারত হোসেন ও ভারতের বিএসফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর ডিআইজি শ্রী সঞ্জয় কুমার।

বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক লে.কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসিহ, কুষ্টিয়া বিজিবি সেক্টরের অতিরিক্ত পরিচালক মেজর আবু সাঈদ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান, ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক লে. কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা, ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অতিরিক্ত পরিচালক মেজর সেলিম উদ্দোজা, বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক হায়দার আলী, বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক সাইফুল ইসলাম, দর্শনা বিজিবি কোম্পানী কমান্ডার সবেদার জহির উদ্দিন বাবর, বিজিবি বিওপি কমান্ডার শফিকুল ইসলাম এবং ভারতের বিএসএফের পক্ষে কমান্ডেন্ট সঞ্জয় প্রসাদ সিং, কমান্ডেন্ট সুনীল কুমার, কমান্ডেন্ট বিপিন পান্থরি, কমান্ডেন্ট বি মধুসূদন রাও, কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার, ডেপুটি কমান্ডেন্ট দুর্গেশ কুমার ডেপুটি কমান্ডেন্ট বিনোদ কুমার, কোম্পানী কমান্ডার ভিতাশী ও কোম্পানী কমান্ডার ভিড পাল উপস্হিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বিজিবি সেক্টরের অতিরিক্ত পরিচালক মেজর আবু সাঈদ মোহাম্মদ মেহেদী হাসান বলেন, বৈঠকে দু’দেশের সীমান্তের চলমান নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর গুলি না চালানো, পুশইন, মাদক চোরাচালান বন্ধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরে

ইয়াবাসহ আটক ১

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে খাইরুল ইসলাম (২৮) নামের এক মাদক ব্যবাসায়ীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান, উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেনের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে।

এ অভিযানে গ্রামের স্কুলপাড়ার আবুল হাসেমের ছেলে খাইরুল ইসলাম
(২৮) কে নিজ বসতঘরের ভিতর থেকে আসামির দেহ তল্লাশি করে ২৩৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা সহ খাইরুল ইসলামকে আটক করে।চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনের মাদক বিরোধী অভিযানিক দল।

উক্ত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করেন।

মেহেরপুরে আন্তঃ জেলা

ট্রান্সফরমার চোরচক্রের ৪

সদস্য গ্রেফতার

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে আন্তঃ জেলা চোর চক্রের ৪ সদস্য গ্রেফতার হয়েছ। গ্রেফতারকৃতরা হলো মনিরুল ইসলাম, সেলিম

আলী,হারেজ মালিথা এবং রফিক।

গতকাল বুধবার (২ আগষ্ট) মেহেরপুরের ডিবি ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা এলাকার একটি ভাড়াবাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত ট্রান্সফর্মার চোর চক্রের সদস্যরা হলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মৃত তুফান মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম খোকন (৪০), কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার মোল্লাপাড়ার হায়াত মন্ডলের ছেলে সেলিম আলী(৩৪) ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বড়বাজার ঘোড়াঘাটের মৃত ফকির চাঁদ মালিথার ছেলে হারেজ মালিথা (৫৮) এবং নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের রশিদ ব্যাপারীর ছেলে রফিক (৩৭)।

আন্তঃ জেলা ট্রান্সফরমার চোরচক্রের গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া ওসি ডিবি মেহেরপুর সাইফুল আলম বলেন,’ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামীরা চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। আসামীদের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।’

আটককৃতদের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, ‘মেহেরপুর একটি কৃষি নির্ভর জেলা হওয়াতে এই জেলার মাঠেঘাটে প্রচুর বৈদ্যুতিক সেচ পাম্প বিদ্যমান। গত ২/৩ মাস যাবৎ মেহেরপুর এবং আশপাশের জেলার ফসলের মাঠ হতে একটি সংঘবদ্ধ চোরচক্র আনুমানিক ৪০/৪৫টি ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর থানায় পৃথক পৃথক মামলা রুজু হয়। উক্ত চুরির ঘটনা মেহেরপুর জেলা পুলিশ গুরুত্বের সাথে তদন্ত শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মেহেরপুর পুলিশের একটি চৌকশ টিম উক্ত চোর চক্রকে সনাক্ত করে আটক করতে সক্ষম হয়।’

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই আসামির বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং জরিমানা

মেহেরপুর দুটি পৃথক মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ পৃথক এ আদেশ দেন। দণ্ডিতরা হলেন-মেহেরপুর সদর উপজেলার কুুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত মনসুর আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম ও পৌর কলেজ মাঠ এলাকার হামিদুল ইসলামের ছেলে আশরাফুল ইসলাম।

আদালতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জি,আর ৩৫৩/১৯নং মামলার আসামি মো. আশরাফুল ইসলাম মেহেরপুর সদর-কে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একই দিনে জি,আর ১১৮/১৭নং মামলার আসামী মো. জাহাঙ্গীর আলম, পিতা: মৃত মনসুর আলী, গ্রাম: কুলবাড়িয়া, মেহেরপুর সদর-কে এক বছর ১ মাসের সশ্রম করা দণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ আসামিদের সাজা প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ এর নির্দেশ প্রদান করেন।

দামুড়হুদার দর্শনা সার্কেল অফিস পরিদর্শনে চুয়াডাঙ্গা

পুলিশ সুপার

দর্শনায় দামুড়হুদা সার্কেল অফিস বার্ষিক পরিদর্শন করেছে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন দর্শনা সার্কেল অফিস পরিদর্শন করেছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড রশিক শাহার মাজার সংলগ্ন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জাকিয়া সুলতানার (দামূড়হুদা, দর্শনা, জীবননগর) সার্কেল অফিস বার্ষিক পরিদর্শন করেন।

এসময় পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন মাসের সকল রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। উপস্থিত অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও সদস্যদের কর্মপরিবেশ, আবাসন, লজিস্টিক কল্যাণের পাশাপাশি নিজেদের উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় পুলিশ সুপার দামূড়হুদা ও দর্শনা এলাকার জনসাধারণ, ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। জনগণের সাথে পুলিশের দূরত্ব কমিয়ে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার মানসে তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সকল শ্রেণী পেশা মানুষের মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে সাথে নিয়ে স্ব স্ব থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি যে কোন আইনি প্রয়োজনে ক্যাম্প, ফাড়ি, তদন্ত কেন্দ্র, থানা, সার্কেল অফিস ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যেতে পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া সেবাগ্রহীতাদের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি থানার অফিসার ইনচার্জসহ সকল পুলিশ সদস্যকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামূড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার তদন্ত ওসি আমানুল্লাহ, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি এস এম জাবীদ হাসান দর্শনা, থানার সেকেন্ড অফিসার খান রহমান,দামুড়হুদা এবং জীবননগর সার্কেল অফিসের কর্মরত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

গাংনীর মাদক ব্যবসায়ীর ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরে একটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর আলম নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
গতকাল বুধবার মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে আসামীর ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদাণ করেছেন।
দণ্ডিত জাহাঙ্গীর আলম (৪৩) গাংনীর রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

হোটেল আটলান্টিকা কান্ডের মামলার বাদীকে হুমকী, থানায় জিডি

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলার বাদীকে আদালতে হাজির হতে বাধা প্রদান ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়াতে মেহেরপুর সদর থানায় সাধারন ডায়রি (জিডি)করেছেন বাদী মোঃ মনোয়ার হোসেন।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে মনোয়ার হোসেন সদর থানায় এ জিডি করেন। যার নম্বর-৯৯।

জিডিতে বাদী জানান, হোটেল আটলান্টিকা কান্ডে মেহেরপুর সদর থানার জিআর মামলা নং-৪২৯/২০২২ এর হাজিরা দিতে আসলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভবনের মূল গেটের সামনে মামলাটির চার্জশিট

ভুক্ত ১ নং আসামী নাজনিন খান প্রিয়াসহ অজ্ঞাত আরও ৪/৫ জন তার গতিরোধ করে আদালতে হাজিরা দিতে নিষেধ করাসহ হোটেল আটলান্টিকা কান্ড মামলাটি প্রত্যাহার করে নিতে বলে। অন্যথায় মিথ্যা মামলায় জড়ানো সহ প্রাণনাশেরও হুমকি প্রদান করে ।

মনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, তিনি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টি সদর থানায় অবহিত করে একটি সাধারন ডায়েরী (জিডি)করেছেন।

মেহেরপুরে স্বামীর দায়ের করা মামলায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতের সমন

বুধবার (২ আগস্ট)স্বামী মোঃ মামুনুর রশিদের ২০১৮ সালের যৌন নির্যাতন আইনের ৩ ধারাতে করা একটি নালিশি মামলার আবেদন আমলে নিয়ে গাংনীর আমলী আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ বাদীর স্ত্রী তহমিনা খাতুন (২৭)এর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন।

মামলার আবেদনে বাদী তার স্ত্রীকে একজন কুচক্রী, ফন্দিবাজ, যৌতুকলোভী, পরকিয়া প্রেমের অধিকারী ও সংসার নষ্টকারী মহিলা বলে দাবী করে সুবিচারের আবেদন করেছেন।

বাদীর নালিশের বর্ণনা থেকে জানা গেছে ২০০৮ সালের ৭ আগস্ট গাংনীর বানিয়াপুকুরের মোঃ মামুনুর রশিদ ও যুগিন্দার তহমিনা খাতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মামলার সাক্ষি তার সন্তান তাসনিমের জন্মের পর জীবিকার তাগিদে স্ত্রী-সন্তান ও পরিজন রেখে তিনি প্রবাসে (সিঙ্গাপুর) সাত বছর কাটান। প্রবাসে থাকা কালীন সময়ে তার পাঠানো টাকা পয়সা ও অলঙ্কার আসামী তার নিজ পিতা-মাতার বাড়ীতে রেখে দেয় এবং সেখানে পরকিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। বাদী দেশে আসার পর বাদী ও আসামী কিছুদিন একত্রে সংসার করলেও ৪ মাস পূর্বে তহমিনা খাতুন বাড়ীর ১ বিঘা জমি তার নামে জমি রেজিস্ট্রী ও নগদ দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে তার ব্যাংক হিসাবে রাখার দাবী করে সন্তানদের রেখে বাবার

বাড়ীতে চলে যায়। স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার একাধিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বাদী সুবিচার পেতে আদালতের দ্বারস্থ হন।

সাংবাদিকদের সাথে ঝিনাইদহের নবাগত পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

ঝিনাইদহে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন নবাগত পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান।

বুধবার (২আগস্ট) সকালে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, ইমরান জাকারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান, ডিআইও ওয়ান আতিকুর রহমান, সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা, ডিবি ওসি শাহীন উদ্দিনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, নিজাম উদ্দিন জোয়ারদারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

নবাগত পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, ঝিনাইদহ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, আত্মহত্যা, কিশোরগ্যাং, সুদে কারবারীসহ সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ দুর করতে পুলিশ বিভাগকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি সকলের প্রচেষ্টা এবং সময় কার্যকরি উপদেশকে কাজে লাগিয়ে ঝিনাইদহকে ভালো রাখতে চাই। সামাজিক নানান সমস্যা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।